গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

পাথর উত্তোলন গাইডলাইন ২০১৪

পরিবেশ অধিদপ্তর

পাথর উত্তোলন গাইডলাইনস ২০১৪

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা সংখ্যা
১ম অধ্যায়		*পটভূমি*	
১.১	ঃ	বাংলাদেশে পাথরের উৎস ও অবস্থান	৫
১.১.১	ঃ	নদী বাহিত পাথরের উৎস ও অবস্থান	৫
১.১.২	ঃ	সমতল ভূমির নিচে অবস্থিত পাথরের উৎস ও অবস্থান	৭
১.১.৩	ঃ	পাহাড় টিলায় অবস্থিত পাথরের উৎস ও অবস্থান	৮
১.২	ঃ	পাথর সমৃদ্ধ স্থানের ভূ-তত্ত্ব ও নদ-নদীর গঠনশৈলী	৮
১.২.১	ঃ	নদী বাহিত পাথরের স্থানের ভূ-তত্ত্ব ও নদ-নদীর গঠনশৈলী	৮
১.২.২	ঃ	সমতল ভূমির নিচে অবস্থিত পাথর সমৃদ্ধ স্থানের ভূ-তত্ত্ব ও নদ-নদীর গঠনশৈলী	৯
১.২.৩	ঃ	পাহাড় টিলায় অবস্থিত পাথর সমৃদ্ধ স্থানের ভূ-তত্ত্ব ও নদ-নদীর গঠনশৈলী	৯
১.৩	ঃ	পাথরের উত্তোলন ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা	৯
১.৪	ঃ	অপরিকল্পিতভাবে পাথর উত্তোলনে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব	৯
১.৪.১	ঃ	নদী বাহিত পাথরের পরিবেশবান্ধব উত্তোলন	১০
১.৪.২	ঃ	সমতল ভূমির নিচে অবস্থিত পাথরের পরিবেশবান্ধব উত্তোলন	১১
১.৪.৩	ঃ	পাহাড় টিলায় অবস্থিত পাথরের উত্তোলন	১১
১.৫	ঃ	পরিবেশবান্ধব পাথর উত্তোলনে EIA সম্পাদন	১১
২য় অধ্যায়		*গাইডলাইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা*	১২
৩য় অধ্যায়		*গাইডলাইন*	১২
৩.১	ঃ	কতিপয় সংজ্ঞা	১২
৩.২	ঃ	গাইডলাইন	১৩
৩.৩	ঃ	পাথর উত্তোলন সংক্রান্ত জেলা কারিগরি ও মনিটরিং কমিটি, গঠন ও কার্যপরিধি	১৬
৩.৪	ঃ	পাথর উত্তোলন, পরিবহন ও পরিবীক্ষণের জন্য উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি, গঠন ও কার্যপরিধি	১৭
৪র্থ অধ্যায়		*গাইডলাইন বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা*	১৯

পাথর উত্তোলন গাইডলাইনস ২০১৪

প্রথম অধ্যায়ঃ পটভূমি

১.১ *বাংলাদেশে পাথরের উৎস ও অবস্থান*

বাংলাদেশে প্রাপ্ত পাথর সাধারণতঃ দু'ভাবে জমা হয়ে থাকেঃ (১) নদী বাহিত পাথর যা সাধারণত নদীর বেড ও বেড সংলগ্ন এলাকায় পাওয়া যায় এবং (২) পাহাড়ের পাদদেশে জমা হওয়া পাথর যাকে এ্যালুভিয়াল ফ্যান বলা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন পাথর কোয়ারীর পাথরসমূহ জমা হওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোনটিতে এ দু পদ্ধতির সমন্বয়ে আবার কোন কোনটি এক পদ্ধতিতে জমা হওয়ার বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়াও ভূতাত্ত্বিকভাবে দেশের বিভিন্ন পাহাড়ে এবং পাহাড় সংলগ্ন সমতল ভূমিতে ভূগর্ভে স্তরবিন্যাসকৃত পাথর রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বালি ও পাথরের উৎস আমাদের দেশে নয়, পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে শিলাসমূহ বিচূর্ণিভূত ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে নদী ও বৃষ্টির পানি দ্বারা বাহিত হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে ও সমতল ভূমিতে জমা হয়েছে। বিভিন্ন কোয়ারিতে উত্তোলিত পাথরকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ (১) বড় পাথর বা বোল্ডার (২) গ্রাভেল বা ভুতু এবং (৩) সিঙ্গেল। এছাড়া আরও এক প্রকার অতি ক্ষুদ্রাকার পাথর রয়েছে যাকে স্থানীয় ভাবে ৫-১০ বা বুজুরী বলা হয়। সারাদেশে বোল্ডার এর ব্যাপক চাহিদা থাকায় এর অর্থনৈতিক মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশি। এর পর পর্যায়ক্রমে গ্রাভেল বা ভুতু, সিঙ্গেল এবং ৫-১০ বা বুজুরীর স্থান। এছাড়াও প্রাকৃতিক ক্ষয়জনিত কারণে দুর্বল গাঠনিক ক্ষমতাবিশিষ্ট অপছন্দনীয় ময়লা আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত এক ধরনের পাথর পাওয়া যায় যা স্থানীয়ভাবে মরা পাথর হিসেবে পরিচিত এবং যার অর্থনৈতিক মূল্য অনেক কম বিধায় এর ব্যবহার সীমিত।

বাংলাদেশে পাথরের বিভিন্ন উৎস ও অবস্থানকে তিনটি বড় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এগুলো হলঃ নদী বাহিত পাথর, সমতল ভূমির নিচে অবস্থিত পাথর এবং পাহাড় টিলায় অবস্থিত পাথর। নিম্নে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

১.১.১ *নদী বাহিত পাথরের উৎস ও অবস্থান*

বাংলাদেশের সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী ধোলাই, পিয়াইন, জাফলং-ডাউকী, সারি-গোয়াইন ও চেলা নদীতে নদীবাহিত পাথর জমা হয়। ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাশিয়া-জৈন্তা পাহাড় হতে প্রাকৃতিকভাবে পাথর ভাটি অঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশের নদীসমূহের তলায় জমা হয়। এরূপ পাথর কোয়ারি সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ, কানাইঘাট উপজেলার লুভাছরা, গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং, শ্রীপুর এবং বিছনাকান্দি এলাকায় অবস্থিত। এছাড়া শেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী শ্রীবর্দী ও ঝিনাইগাতী উপজেলায় নদীবাহিত পাথর রয়েছে।

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার উত্তর সীমান্ত বরাবর অধিকাংশ নদী উত্তরে ভারতের মেঘালয় প্রদেশের পাহাড়ি এলাকায় উৎপত্তি হয়ে দক্ষিণে বাংলাদেশের ভিতর প্রবেশ করেছে। এই সমস্ত নদী মেঘালয়ে পাহাড়ি এলাকায় শিলং শিল্ড এর কেলাসিত কঠিন শিলা ক্ষয় ও চূর্ণ করে এনে বাংলাদেশের ভিতর পাহাড়ের পাদদেশে এবং নদীবক্ষে কঠিন শিলার নুড়ির মজুদ সৃষ্টি করেছে। এই নুড়িসমূহ গ্রানাইট,

কোয়ার্টজাইট, নাইস, কিছু পাললিক শিলা খন্ড ইত্যাদি দিয়ে গঠিত যা মেঘালয় প্রদেশের কেলাসিত আগ্নেয় ও রূপান্তরিত ভিত শিলারই ক্ষয়প্রাপ্ত ও চূর্ণীভূত খন্ড মাত্র। নিম্নে পাথরের বিভিন্ন অবস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

ভোলাগঞ্জ

সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারির পাথর ও বালি আবহমান কাল থেকে বিভিন্নভাবে মেঘালয় রাজ্যের পাহাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এবং শিলং প্লাটুর পাথর ছরার মাধ্যমে এদেশে পতিত হয়ে বালি ও পাথর কোয়ারির সৃষ্টি করেছে। উক্ত কোয়ারিসমূহের বালি ও পাথর উজানে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাশিয়া-জৈন্তা পাহাড় হতে প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ধলাই নদীর মাধ্যমে জমা হয়ে বালি এবং পাথরের কোয়ারিতে পরিণত হয়েছে।

লুভাছরা পাথর কোয়ারি

সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার লুভাছরা পাথর কোয়ারির পাথর ও বালি আবহমান কাল থেকে বিভিন্নভাবে মেঘালয় রাজ্যের পাহাড় এবং শিলং প্লাটুর শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ছরার মাধ্যমে এদেশে পতিত হয়ে বালি ও পাথর কোয়ারীর সৃষ্টি করেছে। উক্ত কোয়ারিসমূহের বালি ও পাথর উজানে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাশিয়া-জৈন্তা পাহাড় হতে প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে লুবা নদীর মাধ্যেমে জমা হয়ে বালি এবং পাথরের কোয়ারিতে পরিণত হয়েছে।

জাফলং পাথর কোয়ারি

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং পাথর কোয়ারির পাথর ও বালির প্রধান উৎস মেঘালয়ের পাহাড় ও শিলং প্লাটুর শিলাসমূহ। আবহমান কাল থেকে বিভিন্নভাবে মেঘালয় রাজ্যের পাহাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ছরার মাধ্যমে বাংলাদেশে পতিত হয়ে বালি ও পাথর কোয়ারির সৃষ্টি করেছে। ছড়াসমূহ পাহাড়ের খাড়া ঢাল (Steep Slope) বেয়ে দ্রুত গতিতে পাথর ও বালি প্রবাহিত করে পাহাড়ের পাদদেশে বাংলাদেশ সীমান্তে সমতল ভূমিতে ও নদী বেয়ে জমা হয়েছে ও হচ্ছে। উক্ত কোয়ারিসমূহের বালি ও পাথর উজানে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাশিয়া-জৈন্তা পাহাড় হতে প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ডাউকি-পিয়াইন নদী দুটির মাধ্যেমে জমা হয়ে বালি এবং পাথরের কোয়ারিতে পরিণত হয়েছে।

বিছনাকান্দি পাথর কোয়ারি

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার বিছনাকান্দি পাথর কোয়ারির পাথর ও বালির প্রধান উৎস ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাহাড় এবং শিলং প্লাটু। আবহমান কাল থেকে বিভিন্নভাবে মেঘালয় রাজ্যের পাহাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পিয়াইন নদীর (বিছনাকান্দি ছরা) মাধ্যমে এদেশে সমতল ভূমিতে পতিত হয়ে এ্যালুভিয়াল ফ্যান তৈরি করেছে যা পরবর্তীকালে বালি ও পাথর কোয়ারি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ফাজিলপুর পাথর কোয়ারি

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার ফাজিলপুর পাথর কোয়ারির পাথরও আবহমান কাল থেকে বিভিন্নভাবে মেঘালয় রাজ্যের পাহাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ছরার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে শিলং প্লাটুর পথে এদেশে পতিত হয়ে বালি ও পাথর কোয়ারির সৃষ্টি করেছে। উক্ত কোয়ারিসমূহের বালি ও পাথর উজানে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাশিয়া-জৈন্তা পাহাড় হতে প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে জাদুকাটা নদীর মাধ্যেমে জমা হয়ে বালি এবং পাথরের কোয়ারিতে পরিণত হয়েছে। সিলেট অঞ্চলের পাথর কোয়ারিতে প্রতি বছরই কিছু নতুন পাথর জমা হচ্ছে।

শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী ও ঝিনাইগাতী উপজেলার পাথর কোয়ারি

ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়ের পাদদেশ হতে সোমেশ্বরী নদী বাংলাদেশের শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী ও ঝিনাইগাতী উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বর্ষাকালে উজান থেকে পাহাড়ী ঢলের কারণে এ নদী ও অন্যান্য পাহাড়ী ছড়ার মাধ্যমে বিশেষ করে ঝিনাইগাতী উপজেলার গজণী, রাংটিয়া, নওকুচি, দুধনই প্রভৃতি সীমান্তবর্তী এলাকায় পাথরের বিস্তার ঘটে থাকে। মানের বিবেচনায় এ পাথর উন্নত না হলেও এ দুটি উপজেলায় প্রতিবছর নিয়মিত পাথর উত্তোলন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও উক্ত এলাকার গারো পাহাড়ের অভ্যন্তরেও পাথর রয়েছে।

১.১.২ *সমতল ভূমির নিচে অবস্থিত পাথরের উৎস ও অবস্থান*

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সমতল ভূমির নিচে পাথর রয়েছে। এ ধরনের পাথর হিমালয় পর্বতের Foot Hill হতে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে নদ-নদীর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে এ অঞ্চলে জমা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পাথর মাটির নিচে চাপা পড়েছে। বর্তমানে পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সমতল ভূমি হতে প্রায় ১০ মিটার বা তারও নিচে পর্যন্ত পাথর পাওয়া যাচ্ছে। শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার সীমান্তবর্তী সমতলভূমির অগভীর স্তরে পাথর পাওয়া যায়। এসব অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে এবং এতে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে।

দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রাপ্ত পাথর ও বালির উৎস

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল তথা পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও নিলফামারী জেলায় যে সমস্ত পাথর পাওয়া যায় তা অতীতে হিমালয় ও ততসংলগ্ন এলাকা থেকে শিলাসমূহ বিচূর্ণ ও ক্ষয়িভূত হয়ে নদী মাধ্যমে ও পাহাড়ী ঢলে নদীর তলায় ও পাহাড়ের পাদদেশে এ্যালুভিয়াল ফ্যান হিসেবে জমা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, এখন থেকে ১০ হাজার বছর পূর্বে যখন সমুদ্রপৃষ্ঠ অনেক নিচে ছিল তখন নদীসমূহের ঢাল অনেক বেশী ছিল, বৃষ্টিপাত কম ছিল ফলে অনেক পাথর বিচূর্ণ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। পরবর্তী ৩৫০০ থেকে ৬৫০০ বছরের মধ্যে সমুদ্র তল বর্তমান অবস্থার চেয়েও উঁচুতে থাকাতে এবং প্রচুর বৃষ্টি হওয়াতে এ সমস্ত পাথর নদী ও পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে জমা হয়। নদীর স্থান পরিবর্তন করার ফলে পুরাতন নদীবক্ষেও এ সমস্ত পাথর থেকে যায়। পরবর্তীকালে নদীর বক্ষ মাটি জমে জমে ভরাট হয়ে সমতল ভূমিতে পরিণত হয় এবং পাথরসমূহ মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকে। এসব এলাকায় বর্তমানে আর নতুন করে কোন পাথর জমা হচ্ছে না।

১.১.৩ *পাহাড়-টিলায় অবস্থিত পাথরের উৎস ও অবস্থান*

শেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী গারো পাহাড় ও তৎসংলগ্ন টিলাতে পাথর সঞ্চিত রয়েছে। শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী ও নালিতবাড়ীর পাহাড় ও টিলাতে পাথর পাওয়া যায়। এছাড়া পার্বত্য জেলাসমূহের বিভিন্ন এলাকার পাহাড়ে বিক্ষিপ্তভাবে পাথরের অস্তিত্ব রয়েছে।

বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক গবেষণা/প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, বান্দরবান পার্বত্য জেলার ছোট বড় পাহাড়গুলো টারশিয়ারি যুগের। পাহাড়গুলো বিভিন্ন ধরনের পাললিক শিলা (Sedimentary Rock) যেমনঃ ডুপিটিলা ফরমেশনের বেলে পাথর (Sand Stone), টিপাম ফরমেশনের বেলে পাথর, বোকাবিল ফরমেশনের সিলস্টোন, শেল ও বেলে পাথর এবং ভূবন ফরমেশনের বেলে পাথর ও সিলস্টোনের স্তর এর সমন্বয়ে গঠিত। পাহাড়ের পাদদেশ বর্তমান যুগের ক্ষয়িত কোয়ার্টারনারী পলল আবৃত। বেলে পাথরগুলি ধূসর, বাদামী ও হলদে রংয়ের। সিলস্টোন ও শেল স্তরগুলি ধূসর থেকে গাঢ় ধূসর বর্ণের। বোকাবিল বেলে পাথর স্তরে কিছু কিছু ক্যালকেরিয়াস বোল্ডার রয়েছে। টিপাম ও ডুপিটিলা শিলা স্তরগুলি তুলনামূলকভাবে কম শক্ত কিন্তু বোকাবিল ও ভূবন স্তরের বেলে পাথর, সিলস্টোন ও শেলগুলো কিছুটা শক্ত ও ক্যালকেরিয়াস সিমেন্ট যুক্ত। পাথরগুলো মায়োসিন যুগের বোকাবিল ফরমেশনের অন্তর্ভুক্ত। পাথরগুলোর ভৌত আকৃতি দেখে ভূতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে, পাথরগুলো পরিবাহিত নয়। বর্ষাকালে ছড়া/ঝিরিগুলো খরস্রোতা হওয়ায় পানির প্রবাহে পাহাড়ের কিছু অংশ প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ঐ স্থানের পাথরগুলি নিকটবর্তী ছড়া/ঝিরিতে জমা হয়। প্রাকৃতিকভাবে পাহাড়ের উপরের স্তরে পুরু মৃত্তিকা স্তর রয়েছে।

১.২ *পাথর সমৃদ্ধ স্থানের ভূ-তত্ত্ব ও নদ-নদীর গঠনশৈলী*

১.২.১ *নদী বাহিত পাথরের স্থানের ভূ-তত্ত্ব ও নদ-নদীর গঠনশলী*

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী পাহাড়ী এলাকার ভূমিরূপ প্রধানত বালুকাময় অবক্ষেপ দ্বারা সৃষ্ট। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে ভারতের পাহাড়গুলো থেকে বিভিন্ন আকৃতির পাথর খাড়া নদীর স্রোতের সাথে বাহিত হয়ে ভাটি অঞ্চল তথা বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর যখন খাড়া ঢাল থেকে ক্রমশঃ সমতল ভূমিতে নদীতে পতিত হয় তখন ঐ পাথরগুলো বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা নদীর আর থাকে না। তাই সমতলের মুখে বড় বড় পাথর জমা হয় এবং ছোট ছোট পাথর ও বালু নদীর স্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত হয়। এভাবে কিছু বছর চলার পর নদী আবার সমতলে অন্য পথে প্রবাহিত হয়। এভাবে কেন্দ্র ঠিক রেখে নদী বৃত্তাকার পথে প্রবাহিত হয়ে Alluvial fan তৈরি করে। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য fan গুলো পিয়াইন, ঢালা, চেলা, ঝালুখালী, যাদুকাটা ও সোমেশ্বরী নদীসমূহ দ্বারা সৃষ্ট। সিলেট বিভাগের প্রায় ৯০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে Alluvial fan বিস্তৃত। ঝালুখালী নদী সবচেয়ে বড় fan এলাকা তৈরি করেছে (প্রায় ১৫০ বর্গ কিলোমিটার)। এই fan এলাকাগুলো ভারতের মেঘালয় পাহাড় সংলগ্ন এলাকায় পাওয়া যায়। এই নদীগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য হলো এদের গতিপথ প্রায়শই পরিবর্তিত হয়। তীর উপচে বন্যা এখানকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

১.২.২ *সমতল ভূমির নিচে অবস্থিত পাথর সমৃদ্ধ স্থানের ভূ-তত্ত্ব ও নদ-নদীর গঠনশৈলী*

হিমালয় থেকে প্রবাহিত বিভিন্ন জলাধার ও নদ-নদী কর্তৃক বাহিত পলি অবক্ষেপণের ফলে পাদদেশীয় সমভূমি গঠিত হয়েছে। এ অঞ্চল নদীবাহিত বালুকারাশি ও নুড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভূমিরূপের নিষ্কাশন প্রণালী বিণুণী প্রকৃতির। নদীগুলো ঘন ঘন শাখায়িত হয়েছে এবং আবার পুনঃযোজিত হয়েছে । এখানে ভূমির ঢাল অন্যান্য সমভূমি অঞ্চলের তুলনায় বেশী। সিলেট অঞ্চলের চেয়ে অনেক বড় ব্যাসার্ধ নিয়ে এখানকার fan এলাকা গঠিত হয়েছে। এই অঞ্চল মূলতঃ তিস্তা নদী দ্বারা গঠিত। তিস্তার মূল স্রোতের এক এক সময় এক এক পথ অনুসরণের প্রমাণ গত আড়াইশত বছরের পুরাতন ম্যাপেও পাওয়া যায়। ১৭৭৬ সালের রেনেলের ম্যাপে দেখা যায় তিস্তার মূল প্রবাহ তখন বর্তমান করতোয়া-আত্রাই নদী দিয়ে প্রবাহিত হতো। তিস্তা বাহিত ছোট ছোট পাথর এই নদীর প্লাবনভূমিতে (floodplain) পাওয়া যায়। সিলেট অঞ্চলেও নদ-নদীর অববাহিকায় সমতল ভূমির নিচে পাথর রয়েছে।

১.২.৩ পাহাড় টিলায় অবস্থিত *পাথর সমৃদ্ধ স্থানের ভূ-তত্ত্ব ও নদ-নদীর গঠনশৈলী*

পার্বত্য জেলাসমূহের বিভিন্ন এলাকার পাহাড়ে বিক্ষিপ্তভাবে পাথরের অস্তিত্ব রয়েছে। এ জেলাসমূহের ছড়া/ঝিরিগুলো খরস্রোতা হওয়ায় বর্ষাকালে পানির প্রবাহে পাহাড়ের কিছু অংশ প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ঐ স্থানের পাথরগুলি নিকটবর্তী ছড়া/ঝিরিতে জমা হয়। এছাড়া শেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী গারো পাহাড় ও তৎসংলগ্ন টিলাতে পাথর সঞ্চিত রয়েছে। শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী ও নালিতবাড়ীর পাহাড় ও টিলাতে পাথর পাওয়া যায়।

১.৩ *পাথরের উত্তোলন ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা*

দেশের অবকাঠামো বিশেষ করে রেললাইন, রাস্তাঘাট, দালান-কোঠা, ব্রীজ, ব্যারেজ, কালভার্টসহ বিভিন্ন নির্মাণ শিল্পে পাথর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আবাসনসহ দেশের ক্রমবর্ধমান অবকাঠামো তৈরিতে পাথরের চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাথরের চাহিদার সিংহভাগ অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহের মাধ্যমে মেটানো হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে পাথর উত্তোলন একটি লাভজনক পেশায় পরিণত হওয়ায় সিলেটসহ সারা দেশের বিভিন্ন পাথর অঞ্চলে বা পাথর কোয়ারিতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

১.৪ *অপরিকল্পিতভাবে পাথর উত্তোলনে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব*

অপরিকল্পিতভাবে পাথর উত্তোলন করা হলে পরিবেশের উপর নানারূপ বিরূপ প্রভাব পড়ে। নিম্নে পাথর উত্তোলনের বিরূপ প্রভাবের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলঃ

(১) পাথর উত্তোলনের ফলে নদীর তলদেশ গভীর হয়। এতে নদী এবং নদীতীরের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় এবং নদীর প্রবাহে নেতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

(২) বালি মিশ্রিত পাথর হতে ছেকে পাথর তুলে নিয়ে বালি নদীর বুকে জমা করে রাখার ফলে নদীর প্রবাহ তীরে আঘাত করে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে

(৩) নদীভাঙ্গনের ঝুঁকি বাড়ে এবং ভাঙ্গনের ফলে তীরবর্তী অঞ্চলে প্রতিবেশগত বিপর্যয় হয়

(৪) নদীর গঠন-শৈলীতে (River Morphology) নেতিবাচক পরিবর্তন হয়

(৫) পানি ঘোলা হয় ও পানির প্রবাহ পরিবর্তিত হয়

(৬) নদীর প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হয়

(৭) মাছের আবাসস্থল ও অভিগমন সঙ্কটাপন্ন হয় এবং মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়

(৮) ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শব্দ দূষণ হয়। ব্যাপক হারে অপরিকল্পিতভাবে পাথর উত্তোললের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও পাথর পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত পরিবহন থেকে শব্দ দূষণের ফলে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

(৯) যন্ত্রপাতির জ্বালানী নদীর পানিকে দূষিত করে

(১০) নৌচলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়

(১১) পাথর শ্রমিক ও পরিবহন যানবাহনের চলাচলে ধূলাবালির মাধ্যমে বায়ু দূষণ হয় এবং শ্বাস কষ্ট, হাঁপানী, যক্ষা ইত্যাদি স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়

(১২) সমতল জমি থেকে পাথর উত্তোলনের ফলে জমির চাষ উপযোগিতা হ্রাস পায়

(১৩) সমতল জমি দেবে গিয়ে জলাশয়ে পরিণত হয়

(১৪) পাথর উত্তোলনের ফলে ঐ অঞ্চলের পর্যটনের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে

(১৫) ধুলাবালি জমে গাছের খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। নদীর পাড় ও আশেপাশের এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে ক্রাসার মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাবের ফলে প্রাকৃতিক গাছ-পালা ও চাষ উপযোগী জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে।

(১৬) পাথর উত্তোলনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের মল-মূত্র যত্র তত্র (নদীর তীর, তলদেশ ও আশেপাশের এলাকায়) ত্যাগের ফলে নদীর পানি ও বায়ু দূষিত হয়।

১.৪.১ নদী বাহিত পাথরের পরিবেশবান্ধব উত্তোলন

নদী তীরবর্তী এলাকার ক্ষেত্রে নদীর তীর যাতে ভেঙ্গে না যায় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। নদীর তীর ভেঙ্গে পাথর সংগ্রহ না করে নদীর তলদেশ থেকে পাথর সংগ্রহ করতে হবে। প্রতি বছর নদীর একই স্থান থেকে পাথর উত্তোলন না করে বিভিন্ন স্থান থেকে পাথর উত্তোলন করে পাথর উত্তোলনের পর উক্ত এলাকা পুনরায় ভরাট হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সারা বছর ব্যাপী পাথর উত্তোলন না করে শুধু শুষ্ক মৌসুমে পাথর উত্তোলন করতে হবে। পাথর উত্তোলনের সুবিধার্থে নদীর গতিপথে কোন ধরনের স্থায়ী/মজবুত অবকাঠামো তৈরি করা যাবে না। নদী থেকে পাথর/বালি উত্তোলনের পর সেগুলো জমা করে রাখার জন্য অথবা পাথর ভাঙ্গার জন্য নদী বা নদীর তীরবর্তী এলাকার প্রাকৃতিক গাছ-পালা কাটা যাবে না এবং চাষের জমি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কোয়ারির পানি নিষ্কাশনের জন্য ন্যূনতম ক্ষমতার পাম্প (দুই সিলিন্ডারের অধিক নয়) ব্যবহার করতে হবে। পাথর কোয়ারিতে পানি অপসারণের জন্য ও পাথর পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও পরিবহনে ব্যবহৃত তেল ও তেল জাতীয় পদার্থ বাহিত হয়ে যেন নদীর পানি দূষিত না করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দিনে-রাতে যে কোন সময় পাথর উত্তোলন ও পাথর ভাঙ্গার কাজ না করে শুধু মাত্র দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় (সকাল ৭টা হতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত) বেছে নিতে হবে। পাথর উত্তোলন ও ভাঙ্গার ফলে সৃষ্ট ধূলাবালি থেকে বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করতে দিনে কমপক্ষে তিন বার (সকাল, দুপুর ও বিকেল) পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ছিটিয়ে দিতে হবে । নদীর পাশের আঁকা-বাঁকা ও উচুঁ-নিচু রাস্তা দিয়ে পাথর/বালি পরিবহনের সময় ট্রাক গুলো থেকে যেন

পাথর/বালি আশেপাশের জমিতে পরে না যায় সেই জন্য পাথর/বালি ঢেকে রাখতে হবে। পাথর উত্তোলনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের মল-মূত্র ত্যাগের জন্য পর্যাপ্ত ও পরিকল্পিত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করে নদীর পানি ও বায়ুদূষণ যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।

১.৪.২ *সমতল ভূমির নিচে অবস্থিত পাথরের পরিবেশবান্ধব উত্তোলন*

কৃষিজমির নিচের পাথর উত্তোলনের মাধ্যমে কৃষিজমি নষ্ট করা সমীচীন হবে না কারণ এতে সার্বিকভাবে দেশের খাদ্য-নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়বে। পাথর উত্তোলন এমনভাবে করতে হবে যাতে পার্শ্ববর্তী এলাকা ভেঙ্গে না যায়। ধুলাবালি তৈরির মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ যাতে না হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পাথর উত্তোলনের পর উক্ত এলাকা ভরাট করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে এনে সেখানে চাষাবাদ করতে হবে বা গাছপালা লাগাতে হবে। লোডিং-আনলোডিং এবং পরিবহন পথে সড়ক ও জনপথের রাস্তা বা গ্রাম্য রাস্তার যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সে দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোয়ারি এলাকায় বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণসহ অন্যান্য দূষণ যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। ইজারাদারগণ যাতে পাথর উত্তোলন গাইডলাইন অনুসরণ করে পাথর উত্তোলন করেন তা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট পাথর উত্তোলন বিষয়ক কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে।

১.৪.৩ *পাহাড়-টিলায় অবস্থিত পাথর উত্তোলন*

পাহাড়-টিলায় অবস্থিত পাথর উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)-এর ৬(খ) ধারা অনুসরণ করতে হবে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে, "কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন বা মোচন করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন বা মোচন করা যাইতে পারে।" অতএব অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজন ব্যতিত পাহাড়-টিলা কেটে বা মোচন করে কোন অবস্থাতেই পাথর উত্তোলন করা যাবে না।

১.৫ *পরিবেশবান্ধব পাথর উত্তোলনে EIA সম্পাদন*

প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন না করে পরিবেশবান্ধব পাথর উত্তোলন নিশ্চিত করার জন্য জরুরিভিত্তিতে বাংলাদেশ খনিজ সম্পদ ব্যুরো পাথর সমৃদ্ধ এলাকা চিহ্নিত করবে, চিহ্নিত এলাকাকে পাথর কোয়ারি ঘোষণা করবে, এবং প্রতিটি কোয়ারির জন্য ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর Environmental Impact Assessment (EIA) সম্পাদন করবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করবে। EIA -তে যে সকল সুপারিশ করা হবে সেগুলি যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে মর্মে ইজারা দলিলে শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়াও পাথর উত্তোলনের সময় এ লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত টেকনিক্যাল গাইডলাইনস ফর স্টোন এক্সট্রাকশন অনুসরণ করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ গাইডলাইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দেশের খনিজ সম্পদের, তা ব্যক্তি মালিকাধীন কারো জমির নিচে পাওয়া গেলেও, মালিক রাষ্ট্র। দেশের খনিজ সম্পদের উত্তোলন, ব্যবহার, বিক্রি, ইত্যাদির দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার তথা জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উপর ন্যস্ত। দেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদ পাথরের পরিবেশসম্মত উত্তোলন এবং সঠিক রাজস্ব লাভের লক্ষ্যে এ গাইডলাইন প্রণয়ন করা হল। এ গাইডলাইন অনুসরণের মাধ্যমে পাথর সমৃদ্ধ এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষা ছাড়াও এ কার্যক্রমে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এতে মূল্যবান কৃষিজমির উৎপাদনশীলতা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং অনগ্রসর নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভূমি বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। সর্বোপরি, সিলেটসহ পাথর সমৃদ্ধ অন্যান্য অঞ্চলের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক স্পটসমূহে সৌন্দর্যপিপাসু পর্যটকদের নির্মল ভ্রমণে তথা পর্যটন শিল্পের বিকাশে এ গাইডলাইন সহায়ক হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ গাইডলাইন

৩.১ কতিপয় সংজ্ঞা

(ক) পাথর কোয়ারিঃ পাথর কোয়ারি অর্থ পাথর কোয়ারি হিসেবে ঘোষিত স্থান বা পাথর উত্তোলনের জন্য ইজারা প্রদত্ত স্থান

(খ) ইজারাদারঃ পাথর উত্তোলনের জন্য সরকার কর্তৃক বিধিমোতাবেক চুক্তিবদ্ধ দরদাতা

(গ) খাস আদায়ঃ ইজারাবিহীন অবস্থায় সরকার কর্তৃক বিধিমোতাবেক রাজস্ব আদায়

(ঘ) পরিবেশসম্মত যন্ত্রপাতিঃ পরিবেশসম্মত পাথর উত্তোলনের জন্য ব্যবহার্য প্রচলিত অযান্ত্রিক সরঞ্জাম যেমন দা, কোদাল, শাবল, বেলচা, খন্তা ইত্যাদি; কোয়ারির পানি নিষ্কাশনের জন্য সর্বোচ্চ দুই সিলিন্ডারের পাম্প যার পাইপের শেষ অংশ (যে অংশ পানির নিচে থাকে) অবশ্যই ফিল্টার যুক্ত হবে; এবং বালু/মাটি অপসারণের জন্য সর্বনিম্ন সাইজের পে-লোডার।

(ঙ) টাস্কফোর্সঃ উপজেলা টাস্কফোর্স

(চ) গেজেটে প্রজ্ঞাপিত জেলা কমিটিঃ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জুলাই ২০১২ তারিখের ২৮.০০.০০০০.০১৮.২২.০২০.০৮ (অংশ)/২৪৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন যা বাংলাদেশ গেজেটের ০৯ আগস্ট ২০১২ তারিখে অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত কমিটি

(ছ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২ঃ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২৮মে ২০১২ তারিখের এস আর ও নং ১৪৩-আইন/২০১২ মূলে প্রজ্ঞাপন যা বাংলাদেশ গেজেট-এর জুন ৩, ২০১২ তারিখে অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত এবং খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২ নামে অভিহিত

(জ) টেকনিক্যাল গাইডলাইনঃ পাথর উত্তোলনে কারিগরি দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রস্তুতকৃত টেকনিক্যাল গাইডলাইনস ফর স্টোন এক্সট্রাকশন

৩.২ *গাইডলাইন*

৩.২.১ ব্রীজ, কালভার্ট, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় উপাসনালয়, রেলপথ, পাকা-বাড়ি, বাঁধ, ব্যারেজ, বৈদ্যুতিক লাইনসহ অন্যান্য সংবেদনশীল ও জনগুরুত্বসম্পন্ন স্থাপনা হতে কমপক্ষে ১৫০ মিটারের মধ্যে পাথর উত্তোলন করা যাবে না। পাথর উত্তোলনের সময় বিভিন্ন স্থাপনা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইজারাদার খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২ এর বিধি ২২ এর যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করবেন।

৩.২.২ ব্যক্তিমালিকানাধীন/খাস কৃষি জমি হতে গর্ত করে পাথর উত্তোলন করা শেষ হওয়ার পর ৩০ দিনের মধ্যে তা মাটি দিয়ে ভরাট করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে এনে পূর্বের উর্বর টপ-সয়েল দিয়ে উপরিভাগ ঢেকে দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাটি ভরাট করা না হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩.২.৩ কোয়ারীসমূহ হতে পাথর উত্তোলনের সময় একেবারে নদীর কোলঘেষে পাথর উত্তোলন করা যাবে না। এমন করে পাথর উত্তোলন করতে হবে যাতে করে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে অস্বাভাবিক ভাবে পাড় ভেঙ্গে জনজীবনের বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না হয়। নদীর মরফোলজি বিবেচনায় নদীর উভয় তীর থেকে ৭০ (সত্তর) মিটার Berm বজায় রাখতে হবে। তবে, বাস্তবতার নিরিখে উপজেলা টাস্কফোর্সের সরজমিন পরিদর্শনের ভিত্তিতে সুপারিশের আলোকে জেলা কমিটি বাস্তবানুগ দূরত্ব নির্ধারণ করতে পারবে।

৩.২.৪ বন বা পাহাড় বা টিলা কেটে বা মোচন করে বা গর্ত করে পাথর উত্তোলন করা যাবে না। জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন করে পাথর উত্তোলন করা যাবে না।

৩.২.৫ সঠিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং পরিবেশের ক্ষতি না করে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২ এবং এ গাইডলাইন ও টেকনিক্যাল গাইডলাইন অনুসরণ করে পাথর উত্তোলন করতে হবে।

৩.২.৬ অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ পরিবেশসম্মত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পাথর উত্তোলন করতে হবে; কোন যন্ত্র যেমন বোমা মেশিন বা ড্রেজার বা এক্সাভেটর বা ড্রিল মেশিন ব্যবহার করা যাবে না।

৩.২.৭ পাথর অধ্যুষিত এলাকাসমূহ দুর্গম এলাকায় হওয়ায় স্থানীয় প্রশাসনের নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে যাতে পার্শ্ববর্তী পরিবেশের কোনো ক্ষতি না হয়।

৩.২.৮ ইজারাদার এই পাথর উত্তোলন গাইডলাইন ২০১৪ এবং টেকনিক্যাল গাইডলাইন সম্পূর্ণরূপে পরিপালন করবেন অন্যথায় ইজারা বাতিল করা হবে- এমন শর্ত প্রতিবছর ইজারা দলিলে সংযোজন করতে হবে।

৩.২.৯ নদী থেকে পাথর উত্তোলনের ক্ষেত্রে নদীবক্ষের সর্বোচ্চ ১০ মিটার গভীরতায় নিরাপদ অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাথর উত্তোলন করা যাবে। তবে জেলা কমিটি সরজমিন পরিদর্শন করে নদীর প্রশস্ততা কত তা দেখে এমন গভীরতা নির্ধারণ করবেন যাতে নদীর তীর ভেঙ্গে পরিবেশের বিপর্যয় বা জানমালের ক্ষতি না ঘটে।

৩.২.১০ পাথর উত্তোলনের জন্য গেজেটে প্রকাশিত জেলা কমিটি এ গাইডলাইনে বর্ণিত পরিবেশবান্ধব যন্ত্রপাতি ব্যতিত অন্য কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে না তা নিশ্চিত করবে।

৩.২.১১ পাথর উত্তোলন মৌসুমে উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির মাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জেলা কমিটি নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠান করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩.২.১২ পাহাড়ের মধ্যে বা নদী থেকে অপরিকল্পিতভাবে পাথর উত্তোলনের ফলে মাটি চাপা পড়ে মানুষের মৃত্যু ঘটায় এভাবে পাথর উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে হবে।

৩.২.১৩ পাথর উত্তোলন মৌসুমে ইজারাদার এর নিরাপত্তা জামানত ফেরতের পূর্বে উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির (পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে) প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জেলা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩.২.১৪ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২ এর ৪২ বিধি পরিপালনের বিষয়ে উপজেলা কমিটি আকস্মিক বা স্থানীয় অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধান বা তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা কমিটিকে এবং জেলা কমিটি মন্ত্রণালয়কে প্রতিবেদন দিবে।

৩.২.১৫ পরিবেশ, প্রতিবেশ ও পর্যটনের উপর পাথর উত্তোলনের নেতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে স্থানীয় জনগণ ও শ্রমিকদের মাঝে বিএমডি, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাবে।

৩.২.১৬ পাথর উত্তোলনের কারণে পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনেই শুধু পাইপের মাথায় ফিল্টার যুক্ত পাম্প এবং বালি সরানোর জন্য পে-লোডার ব্যবহার করা যাবে।

৩.২.১৭ নদী বক্ষ থেকে পাথর উত্তোলনের সময় নদীর গতিপথ ও পরিবেশগত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

৩.২.১৮ পাথর উত্তোলনের পর তা পরিবহন ও ভাঙ্গার কারণে সৃষ্ট বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর আলোকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.২.১৯ ম্যানুয়াল বা প্রচলিত পদ্ধতিতে পাথর উত্তোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা যাবে না। এর ব্যর্থতার কারণে কোন শ্রমিকের মৃত্যু বা অঙ্গহানি ঘটলে ইজারাদারের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ইজারাদার কর্তৃক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৩.২.২০ সংরক্ষিত বনাঞ্চল, পরিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা, চা বাগান, নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা প্রভৃতি স্থান থেকে পাথর উত্তোলন বা সংগ্রহ করা যাবে না।

৩.২.২১ পাথর উত্তোলনের কারণে কৃষি জমি বা জমির উর্বরতা নষ্ট করা যাবে না।

৩.২.২২ কোন ইজারাদার পরিবেশ সম্মত যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করলে তা তাৎক্ষণিক বন্ধ ও জব্দকরণসহ জেলা কমিটি তার লাইসেন্স/ইজারা বাতিল করবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর ইজারাদারের বিরুদ্ধে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.২.২৩ পাথর উত্তোলনের কারণে কোন বৃক্ষ নিধন করা যাবে না।

৩.২.২৪ ইজারাদার কোয়ারী এলাকায় একটি পরিদর্শন রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন। উপজেলা বা জেলা কমিটির কোন সদস্য অথবা অন্য কোন কর্মকর্তা সফরের সময় উক্ত রেজিস্টারে

সফরকারীর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন। জেলা এবং উপজেলা কমিটি নিয়মিতভাবে এ রেজিস্টার পরীক্ষা করবেন।

৩.২.২৫ অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনের ক্ষেত্রে জমির মালিক এবং অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনকারী উভয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং ইজারা প্রদানকৃত জমির ক্ষেতে ইজারা বাতিল ও ইজারাগ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে উপজেলা টাস্কফোর্স ও জেলা মনিটরিং কমিটি আইনানুগ ব্যবস্থা নিবে।

৩.২.২৬ অবৈধভাবে উত্তোলিত পাথর জব্দ করতঃ জেলা মনিটরিং কমিটির অনুমোদনক্রমে উপজেলা টাস্কফোর্স কর্তৃক বিধিমোতাবেক নিলামে বিক্রয় করে প্রাপ্ত অর্থ বিএমডির নির্দিষ্ট কোডে (কোড সংখ্যাঃ ১-৪২৪১-০০০০-১৭০১) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

৩.২.২৭ পার্বত্য জেলাসমূহে ঝিরিতে বিদ্যমান ও দৃশ্যমান পাথর ছাড়া কোন অবস্থাতেই মাটি খুঁড়ে বা পাশ্ববর্তী পাহাড় কেটে পাথর উত্তোলন করা যাবে না। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিবিড় মনিটরিং এর মাধ্যমে শুধুমাত্র ঝিরিতে ভাসমান পাথরসমূহ উত্তোলন করা যেতে পারে।

৩.২.২৮ পাথর উত্তোলনের সময় দুর্ঘটনাসহ শ্রমিকদের জরুরি স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে কোয়ারি এলাকায় সার্বক্ষণিক ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক ফার্স্টএইড বক্সসহ স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩.২.২৯ পাথর উত্তোলনের সময় বন বা পাহাড় কেটে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন যাতে না হয় তা উপজেলা টাস্কফোর্স ও জেলা মনিটরিং কমিটিকে নিশ্চিত করতে হবে।

৩.২.৩০ উত্তোলিত পাথর পরিবহনকালে যাতে রাস্তাঘাট ও কালভার্টসহ অন্যান্য অবকাঠামোর ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা প্রশাসন পরিবীক্ষণ করবে। কোন ইজারাদার এ ধরনের কোন ক্ষতি করলে তার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

৩.২.৩১ পাথর অধ্যুষিত এলাকা যেখান থেকে শুরু সেখান থেকে ইজারাদার কর্তৃক আবশ্যিকভাবে পাথর অধ্যুষিত এলাকা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যসমূহের একটি সাইনবোর্ড টানাতে হবে।

৩.২.৩২ সুনির্দিষ্ট ডিপো ছাড়া উত্তোলিত পাথর যত্রতত্র স্তুপ করে রাখা যাবে না।

৩.২.৩৩ প্রতিটি পাথর কোয়ারি বছরভিত্তিক ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে মোট ইজারমূল্যের এক শতাংশ বা ১০,০০০/- টাকা, এর মধ্যে যেটি বেশি, উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির অনুকূলে তফসিলী ব্যাংকে সঞ্চয়ী একাউন্টে ইজারাদার কর্তৃক জমা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে যা উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। এ হিসাবের অর্থ দ্বারা ইজারাকালীন অথবা খাস আদায়কালীন কেবলমাত্র পাথর কোয়ারির জরুরি চাহিদা যেমন দুর্ঘটনায় উদ্ধার, জরুরি চিকিৎসা ও তাৎক্ষণিক ক্ষতিপূরণ প্রদান, পানীয়জল ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট মেরামত/সংরক্ষণ, কমিটির সরজমিন পরিদর্শন বা তদন্তের বা সভা অনুষ্ঠান/টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনার আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

৩.২.৩৪ ইজারাদার পাথর উত্তোলনে নিয়োজিত শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদান করবেন এবং শ্রমিকদের তথ্য সম্বলিত রেজিস্টার কোয়ারি সাইটে সংরক্ষণ করবেন।

৩.২.৩৫ পাথর কোয়ারি ইজারাদারগণকে পাথর উত্তোলন করার মৌসুমে শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং একইসঙ্গে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

৩.২.৩৬ ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারিতে নদীবক্ষে স্তুপীকৃত পাথর উত্তোলন করা হয় বিধায় এ বিষয়ে নদীবক্ষে জমে ওঠা পাথরের পরিমাণ ও এর প্রাপ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জেলা কমিটি ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

৩.২.৩৭ পাথর কোয়ারি সাইটে শ্রমিকদের জন্য অস্থায়ীভাবে তৈরি ঘর যাতে অগ্নিকাণ্ড বা ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৩.২.৩৮ নদীবক্ষ হতে পাথর উত্তোলনের সময় আকস্মিক পানি প্রবাহের কারণে যাতে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি না ঘটে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৩.২.৩৯ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদির সময় এবং সূর্যাস্তের পর পাথর উত্তোলন করা যাবে না।

৩.২.৪০ পাহাড়ি ঢলের কারণে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি লাঘবে বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার অব্যবহিত আগে থেকে পুরো বর্ষা মৌসুমে নদীবক্ষ হতে পাথর উত্তোলন বন্ধ রাখতে হবে।

৩.২.৪১ যত্রতত্র স্টোন ক্রাশার স্থাপন করা যাবে না। জেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে/স্টোন ক্রাশার জোনে পাথর ভাঙ্গার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৩.৩ পাথর উত্তোলন সংক্রান্ত জেলা কারিগরি ও মনিটরিং কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ১৭ জুলাই ২০১২ তারিখের ২৮.০০.০০০০.০১৮.২২.০২০.০৮(অংশ)/২৪৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২ এর বিধি ৭৮ অনুযায়ী সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত বিধিমালার বিধি ২(১২) মোতাবেক প্রত্যেক জেলায় (পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত) যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তাকে এবং আলাদাভাবে পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তাকে জেলা পর্যায়ে পাথর উত্তোলনের বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলায় নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি কারিগরি ও মনিটরিং কমিটি কাজ করবেঃ

(১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-------------------------------------সভাপতি
(২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট)------------------------------------সদস্য
(৩) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সংশ্লিষ্ট)---------------------------------------সদস্য
(৪) জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (কমপক্ষে ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা)-সদস্য
(৫) উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক/১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তর---সদস্য
(৬) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (এসডিই)---------------------সদস্য
(৭) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিনিধি (কমপক্ষে ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা)-----সদস্য
(৮) ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (কমপক্ষে ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা)----সদস্য

(৯) র‍্যাব এর প্রতিনিধি (ক্যাপ্টেন/ASP)-------------------------------সদস্য

(১০) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধি (ক্যাপ্টেন)----------------------সদস্য

(১১) উপ-পরিচালক (আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা)----------------------সদস্য

(১২) বন বিভাগের প্রতিনিধি (সহকারী বন সংরক্ষক)----------------------সদস্য

(১৩) পাথর ইজারাদার সমিতির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ---------------সদস্য

(১৪) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর---------------------------------------সদস্য-সচিব

সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কমিটির কার্যপরিধিঃ

ক) উপজেলার টাস্কফোর্স জেলা কমিটির সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে পাথর উত্তোলন সম্পর্কে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

খ) পাথর উত্তোলন সম্পর্কিত প্রচলিত সরকারি বিধিবিধান এবং এই গাইডলাইন যথাযথ অনুসরণ করা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং করা।

গ) জেলা পাথর মহলের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পরিবেশ অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা।

ঘ) গেজেটে প্রজ্ঞাপিত জেলা কমিটি কর্তৃক যাচিত কোন সহায়তা প্রদান করা।

ঙ) Environmental Impact Assesssment (EIA)-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা।

চ) Alternate Dispute Resolution (ADR) করা।

৩.৪ পাথর উত্তোলন, পরিবহন ও পরিবীক্ষণের জন্য উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি, গঠন ও কার্যপরিধি

পাথর কোয়ারিতে গাইডলাইন অনুযায়ী কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলায় নিম্নরূপভাবে একটি টাস্কফোর্স কমিটি থাকবেঃ

১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার---সভাপতি

২) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা--সদস্য

৩) উপজেলা প্রকৌশলী--সদস্য

৪) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (Subdivisional Engineer)-------*সদস্য*

৫) অফিসার ইন চার্জ (ওসি)---সদস্য

৬) পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (সহকারী পরিচালক/পরিদর্শক)---------------সদস্য

৭) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিনিধি(কমপক্ষে ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা)---------সদস্য

৮) র‍্যাব এর একজন প্রতিনিধি---সদস্য

৯) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা--------------------------------------সদস্য

১০) বিজিবির ক্যাম্প ইন চার্জ---সদস্য

১১) রেলওয়ে পুলিশের প্রতিনিধি (শুধুমাত্র ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারীর জন্য)-------সদস্য

১২) বন বিভাগের প্রতিনিধি (রেঞ্জ অফিসার)-----------------------------------সদস্য

১৩) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান----------------------------------সদস্য

১৪) পাথর ইজারাদার সমিতির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক---------------------সদস্য

১৫) সহকারী কমিশনার (ভূমি)---সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি

১। কমিটি সিলিকাবালু, সাধারণপাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর উত্তোলনের ক্ষেত্রে ইজারাদারগণ পরিবেশ বান্ধব যন্ত্রপাতি দিয়ে পাথর উত্তোলন করছেন কিনা এ বিষয়ে উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি মাসিক সভা করে জেলা কমিটিতে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

২। ইজারাদার দরপত্রে উল্লিখিত অনুমোদিত যন্ত্র ছাড়া অন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করছেন কিনা বা ইজারা বহির্ভূত এলাকায় পাথর উত্তোলন করছেন কিনা তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রতিমাসে ০১(এক) বার কোয়ারিসমূহ সরজমিন পরিদর্শন করে গেজেটে প্রজ্ঞাপিত জেলা কমিটি, জেলা কারিগরি ও মনিটরিং কমিটি এবং পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৩। কমিটি যত্রতত্র স্টোন ক্রাশার মেশিন স্থাপন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪। পাথর উত্তোলনে নিয়োজিত পরিচয়পত্রধারী শ্রমিক ছাড়া অন্য কোন শ্রমিক কোয়ারিসমূহে যাতে নিয়োজিত না হয় তা নিশ্চিত করবেন।

৫। খাস আদায়ের ক্ষেত্রে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। তবে খাস আদায়ের ক্ষেত্রে যদি কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় তা উপজেলা কমিটি সুপারিশ করে জেলা কমিটিতে প্রেরণ করবেন। জেলা কমিটির অনুমোদনের পর তা ব্যবহার করতে পারবেন।

৬। কোন ইজারাদার পরিবেশ ক্ষতিকর কোন যন্ত্র ব্যবহার করলে তাৎক্ষণিক বন্ধ ও জব্দকরণসহ তার লাইসেন্স/ইজারা বাতিলের প্রস্তাব জেলা কমিটিতে প্রেরণ করবেন এবং ইজারাদারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৭। স্থানীয়ভাবে ইজারাযোগ্য পাথরসমৃদ্ধ এলাকাসহ পরিবেশগতভাবে বিপন্ন এলাকা চিহ্নিত করবেন এবং তা গেজেটে প্রজ্ঞাপিত জেলা কমিটিতে পেশ করবেন।

৮। বৈধভাবে (আইনগত ও পরিবেশগতভাবে) পাথর উত্তোলন নিশ্চিত করবেন।

৯। পরিবেশ আইন পরিপন্থি কার্যক্রমের জন্য পাথর কোয়ারীতে আইনানুগ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করবেন।

১০। পাথর উত্তোলন মৌসুমে প্রতি ১৫ দিনে কমপক্ষে একবার সরজমিন পাথরসমৃদ্ধ এলাকা পরিদর্শন করবেন।

১১। স্থানীয় অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনা করবেন এবং এই সম্পর্কিত প্রতিবেদন জেলা কমিটিতে প্রেরণ করবেন।

১২। পরিবেশ ও সামাজিক ভাবে ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধে পাথর উত্তোলন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করবেন।

১৩। ইজারাদারগণ কর্তৃক বিধিমোতাবেক এবং অনুমোদিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে কিনা তা সরজমিন পরিদর্শন করে নিশ্চিত করবেন।

১৪। পাথর কোয়ারি এলাকায় কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

১৫। পাথর উত্তোলন, ভাঙ্গন ও পরিবহনের কারণে রাস্তাঘাট, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সামগ্রিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ, প্রতিবেশ ও সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে মাসিক ভিত্তিতে গেজেটে প্রজ্ঞাপিত জেলা কমিটিকে প্রতিবেদন প্রদান করবে।

১৬। পাথর উত্তোলন মৌসুমে কেবলমাত্র পাথর কোয়ারির জরুরি চাহিদা যেমন দুর্ঘটনায় উদ্ধার, জরুরি চিকিৎসা ও তাৎক্ষণিক ক্ষতিপূরণ প্রদান, পানীয়জল ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা, কমিটির সরজমিন পরিদর্শন বা তদন্তের বা সভা অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি নির্বাহের জন্য তফসিলী ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খোলা ও কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালনা

চতুর্থ অধ্যায়ঃ গাইডলাইন বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

এ গাইডলাইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্ণিত উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি ও জেলা কারিগরি ও মনিটরিং কমিটি কার্যপরিধি অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের মতামতের ভিত্তিতে এবং প্রচলিত আইন ও বিধিবিধানের আলোকে পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারী থেকে পাথর উত্তোলনের কার্যক্রম টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ও খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো স্থানীয় (জেলা ও উপজেলা) প্রশাসনের সহায়তায় সমন্বিতভাবে এ গাইডলাইন বাস্তবায়ন করবে।

এ গাইডলাইন পরিপালনের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান প্রাধান্য পাবে। এ গাইডলাইনে বর্ণিত কোন কিছু প্রচলিত কোন আইন বা বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হলে প্রচলিত আইন বা বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে। গাইডলাইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সরকারি সংস্থার সঙ্গে বা স্থানীয় পর্যায়ে কোন বিরোধের সৃষ্টি হলে তা পাস্পারিক আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে। এ গাইডলাইনের আওতায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত আইনানুগ কোন পদক্ষেপ বা কার্যক্রমের জন্য তারা ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ হবেন না এবং এ ধরনের যে কোন বিষয়ে প্রচলিত আইনের সুরক্ষা পাবেন।